যুগান্তর

তারিখ JUL 08 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংস্কার আপাতত হচ্ছে না

ইউসুফ আলী

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন-২০০৫ জোট সরকারের মেয়াদকালে পাস হচ্ছে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী মালিকদের চাপে সংশোধিত আইনের খসড়া সংবলিত ফাইলটি ধামাচাপা দেয়ার আয়োজন প্রায় চূড়ান্ত। এতে আইনমন্ত্রীরও পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। ফলে এক বছরের বেশি সময় আইনটি ফাইলবন্দি হয়ে থাকার পর শেষ পর্যন্ত কার্যকরই হচ্ছে না। গত বছরের ৪ জুলাই আইনটি মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়েছিল। মন্ত্রিসভা 'আরও খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন' মন্তব্য করে তা ফেরত পাঠায়। তখন থেকেই এটি আইন মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জোট সরকারের মেয়াদকালে আইনটি পাস হবে কি-না জানতে চাইলে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, এটা আমি জানি না। তবে আইনের খসড়া প্রায় চূড়ান্ত। পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা

প্রভাবশালী মালিকদের চাপে সংশোধিত আইনের খসড়া সংবলিত ফাইলটি ধামাচাপা দেয়ার আয়োজন প্রায় চূড়ান্ত

কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত বছরের প্রথমদিকে সুপারিশমালা পেশ করে। এতে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক অব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ এর কিছু ধারা সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়কে আইনটি যুগোপযোগী করার অনুরোধ জানানো হয়। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধিরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ এর সংশোধন করে ১৯টি ধারা সংযোজনের জন্য একটি খসড়া তৈরি করেন। খসড়া প্রস্তুতের সময় থেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের

জুলাই আইনটি মন্ত্রিসভা থেকে ফেরত আসে। পরদিন বিএনপি সাংসদ এমএ হাসেম এমপির নেতৃত্বে মালিকদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ১২ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জানান, এ আইন পাস হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর মালিকদের কর্তৃত্ব কমে যাবে। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আইন পাস হলে যেমন তেমন করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, আইন না মেনে আর্থিক লেনদেন এবং মানহীন শিক্ষা দেয়ার প্রবণতা কমে যাবে। এ কথা শুনে প্রতিনিধি দল আর কোন আলোচনা না করেই মন্ত্রণালয় থেকে বেরিয়ে আসে। প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইনে একাডেমিক বিষয়াদি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ১৯টি ধারা সংযোজনের সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্স চালু এবং ডিগ্রি দিতে পারবে না। কোন বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক সংখ্যা পূর্ণকালীন শিক্ষক সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের বেশি হবে না। নতুন

আইন : বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিদর্শন ও আনুষঙ্গিক ফি বাবদ সরকারকে নির্ধারিত ফি দিতে হবে। উপাচার্য ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হবেন এবং তিনি সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সভাপতি হবেন। ট্রাস্টি বোর্ডে সরকারের মনোনীত দু'জন সদস্য থাকবেন। সিন্ডিকেটে সরকার মনোনীত একজন প্রতিনিধি থাকবেন। এতে আরও বলা হয়েছে, কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া হস্তান্তর করা যাবে না। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য পরিবর্তন করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। ট্রাস্টি বোর্ড ও সিন্ডিকেটের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য চ্যান্সেলরের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। একাডেমিক কাউন্সিলের দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে নির্দিষ্ট। নতুন অনুষদ বা বিভাগ খোলার অনুমোদন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে নিতে হবে। কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন চুক্তি করতে হলে সরকারের পূর্বানুমতি নিতে হবে এবং চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে তা সরকারকে জানাতে হবে। কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা এর পক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে চ্যান্সেলরের অনুমোদন ছাড়া দেশের বাইরে টাকা পাঠাতে পারবে না।

এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এতে আইনমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত। যা করার শিক্ষামন্ত্রীই করার অধিকার রাখেন।

আইনের সংশোধনের ব্যাপারে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির স্বত্বাধিকারী ও এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজের প্রভাবশালী নেতা আবুল কাশেম হায়দার সম্প্রতি এক গোলটেবিল বৈঠকে যুগান্তরের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, আইনটি সংশোধনের আগে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। কেননা এটি বাস্তবায়ন করা